দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

পতাকা অর্ধনমিত না করায় মাগুরায় মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে গণধোলাই

মাগুরা প্রতিনিধি ●

মাগুরা সদর উপজেলার বেরইল পলিতা ইউনিয়নে শোক দিবস উপলক্ষে পতাকা অর্ধনমিত করতে রাজি না হওয়ায় আব্দুল আজিজ নামে এক মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে গণধোলাই দিয়েছে এলাকাবাসী। গতকাল সকাল ১০টায় বেরইল দারুল হুদা সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকাল ৪টায় তাকে আটক করে পুলিশ।

বেরইল পলিতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খন্দকার মহর্বত আলী অভিযোগ করেন, জাতীয় শোক দিবসে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার কথা। কিন্তু সকাল ১০টা পর্যন্ত বেরইল পলিতা ইউনিয়ন পরিষদের অদূরের ওই মাদ্রাসায় পতাকা উত্তোলন করা হয়নি। এটি জানতে পেরে স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক মোল্যা, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান, মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জবেদ আলীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ওই মাদ্রাসায় যান। তারা পতাকা উত্তোলন করে অর্ধনমিত করার অনুরোধ জানান অধ্যক্ষকে। এ সময় অধ্যক্ষ মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আসেনি জানিয়ে পতাকা উত্তোলনে অস্বীকৃতি জানান। এলাকাবাসী বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পতাকা উত্তোলন করতে রাজি হননি। তিনি আরও জানান, আমি প্রয়োজনে আত্মহত্যা করব। তবু পতাকা ছোঁব না। এ অবস্থায় উত্তেজিত জনতা ওই অধ্যক্ষকে গণধোলাই দেয়। তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে এলাকাবাসী নিজেরা মাদ্রাসায় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ আব্দুল আজিজ মোবাইলে জানাতে চাইলে তিনি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান দাবি করে বলেন, আমি নির্দোষ, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাকে এলাকার কিছু লোক লাঞ্ছিত করেছে। মাদ্রাসায় নিয়োগবাণিজ্য করতে না পেরে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ইতোপূর্বে তারা আমার দুই শিক্ষককেও মারধর করেছিল।

শত্রুজিৎপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই লিটন কুমার সরকার জানান, ধর্মীয় উসকানিমূলক কথা প্রচার ও উগ্রবাদের অভিযোগে মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে আটক করা হয়েছে।